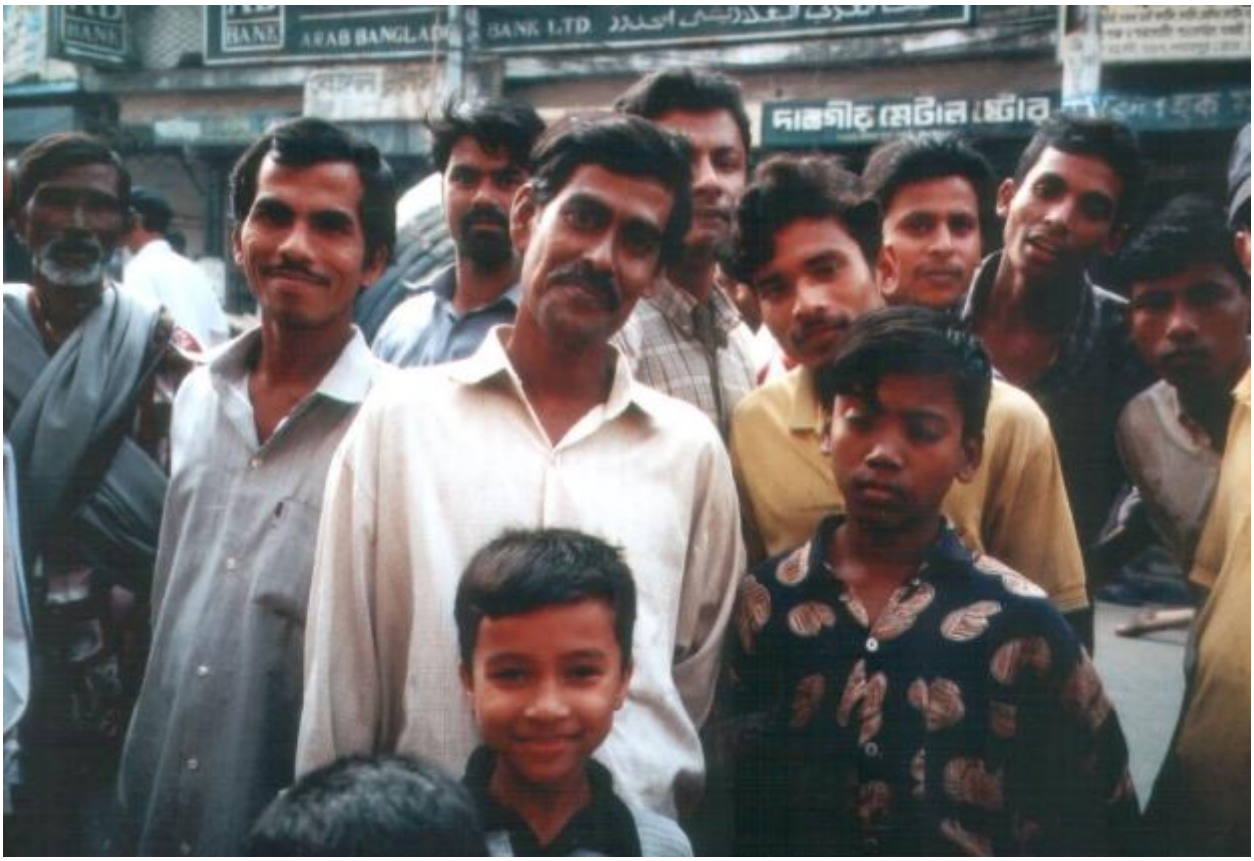

একজন সাধারণ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নি
য়ে আমার ভাবনা....

নাম:আশরাক আল আরিফ সোহাস

আইডি:১৮২-১৫-২১৭১

পিসি-ব

Course Teacher:Muhammad Sajidul Islam Sojol

Course Code:GED321

Daffodil International University

Department Of CSE

অধিকারের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।একজন মানুষ বা নাগরিকের অধিকার বোঝতে না পারাটা জীবনের সাথে যায়না।অপরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছা মত কাজ করাই অধিকার।মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বিকাশের জন্য বাহ্যিক কতগুলো অনুকূল শর্তই অধিকার(বলেছেন টি এইচ গ্রিন)।একজন এর অধিকার অন্যের জন্য কর্তব্য।বলতে গেলে এটি একটি গতিশীল ধারণা।পরিবর্তন ও অগ্রগতির সাথে সাথে অধিকারের ধারণাও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়।

অধিকার ও কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ...

অধিকার	কর্তব্য
১.রাজনৈতিক অধিকার	১.রাজনৈতিক কর্তব্য
২.অর্থনৈতিক অধিকার	২.অর্থনৈতিক কর্তব্য
৩.সামাজিক অধিকার	৩.সামাজিক কর্তব্য
৪.সাংস্কৃতিক অধিকার	৪.পরিবারের প্রতি কর্তব্য
৫.ধর্মীয় অধিকার	৪.নৈতিক কর্তব্য
৬.বেক্তিক অধিকার	৬.আন্তর্জার্তিক কর্তব্য

আমরা কেউ চাইলেও এই অধিকার ও কর্তব্য থেকে পিছপা হতে পারবোনা।

অধিকার নিয়ে আমার মতামত:

অধিকারগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকারের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে | তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে । কেননা দরিদ্র, বেকার ও নিরন্নদের নিকট ভোটাধিকারের কোন গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে রাজনৈতিক অধিকারপ্রাপ্ত মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সচেতনতা, সাহস ও মনবল অর্জন করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগু লোকে পুরোপুরি আলাদা করা যায় না। অনেক অধিকারই একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক। তদ্রুপ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার একে অপরকে সমৃদ্ধ করে। সাংস্কৃতিক অধিকার অনেক সময় রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক অধিকার আদা য়ের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। যেমন,

৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে সূচিত হলেও পরবর্তীতে তা সর্বাক রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ধর্মীয় অধিকার অনেক | সময় রাজনৈতিক সংগ ঠনের জন্ম দেয়।

অধিকার কেবল দানের বিষয় নয়। তাই কতকগুলো রক্ষাকবচ ব্যবস্থা ছাড়া অধিকার নিশ্চিত হয়। আইন, গণতন্ত্র, সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিতকরণ, আইনের অনুশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থা, জনগণের সজাগ দৃষ্টি প্রভৃতি অধিকারের রক্ষাকবচ।

কর্তব্য এবং অধিকার এর সংমিশ্রণ :

কর্তব্য বলতে করণীয় বুঝায়। অধিকার ভাোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকারের আশা করা ঠিক নয়। অধিকার ভাোগের জন্য নাগরিককে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, নৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমাজের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার লাভ করা সম্ভব নয়। একজনের জীবনের অধিকারের অর্থ অন্য কেউ তার জীবন নাশ করবে না। রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য অনেক অধিকার সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে। সুতরাং নাগরিককে রাষ্ট্রের আইনকানুন মেনে চলতে হবে এবং সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা সময়মত পরিশাোধ করতে হবে।

বাংলাদেশের নাগরিকগণ অনেক সময় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অভাব, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কর্মচারীদের দৌরাঙ্গ রাজনৈতিক দল কর্তৃক সন্ত্রাসীদের লালন, ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার অভাব, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উদাসীনতা প্রভৃতি নাগরিক অধিকার অর্জনের বাধা হিসেবে কাজ করে। অধিকার অর্জনের বাধা দূর করার জন্য ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, জনগণকে সচেতন করতে হবে। এছাড়া পুলিশের যথাযথ প্রশিক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধী

নতা, সম্পদের সুষম বন্টন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও প্রত্যক্ষ তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং সমস্ত কালাকানুন ও নির্যাতনমূলক আইনের অবসান ঘটিয়ে অধিকার অর্জনের বাধাসমূহ দূর করতে হবে।

Main Writting Of mine In word